পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

অনন্তগোলাপ

কি ক্লান্তিকর ! আবার সেই গোলাপ। কবিতার ক্লিশেতম (ক্লিষ্ট-ও বলা যায়) চিত্রকল্প, শুয়োরের মাংশ হ'য়ে যাওয়া উপমা। ছবির ক্ষেত্রেও তাই। যেমন ধরা যাক নেরুদা ও গোলাপ, কি এল্যুয়ার ও গোলাপ, গোটা ইউরোপীয় রেনেসাঁ জুড়ে গোলাপ, বিলেতের ভিক্তোরিয় কবিতায় গোলাপ, ইম্প্রেশনিস্টিক চিত্রকলার গোলাপ, এমনকি পিকাসোর গোলাপ, বোদলেয়ারের গোলাপ (সে ক্লেদজ কুসুমই না হয় হোক) - গোলাপের এই গোল দুনিয়ায় কবিতা, শিল্পকলার বোধহয় রীতিমতো আলুভাতে অবস্থা। শঙ্খ ঘোষ তাঁর বিক্তোরিয়া (ভিক্তোরিয়া কদাপি নয়) ওকাম্পো গ্রন্থে লিখছেন সান ইদ্রিসোর যে গ্রীষ্মে রবির সাথে 'বিজয়া'র আলাপ সেই ঋতুও গোলাপের সৌরভে উপচে-পড়া। গোলাপকে নিয়ে বাঙালী কবিরও বাড়াবাড়ির শেষ নেই, যদিও রবি ও তার পূর্বপুরুষেরা কতবার গোলাপের সাথে আলাপ করেছিলেন তাঁদের কবিতায় - সে নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। বাঙালীর এই ক্রমবর্ধমান গোলাপী দুর্বলতা নিয়ে গায়ত্রী স্পিভাক কি ভাবেন জানতে ইচ্ছে করে। গোলাপকে কি উত্তর-ঔপনিবেশিকতার একটা রূপক ক'রে তোলা সম্ভব ? ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের বেতনভুক কর্মচারীদের বাংলায় গেড়ে বসার আগে কি এদেশে গোলাপ ছিলো ? কে জানে ? নাকি মোগল নবাবদের হাত ধ'রে গোলাপের বাংলা সমভূমিতে আগমন ? অবশ্য পূর্ব-হিমালয়ের পাদদেশে বাংলার পার্বত্যভূমিতে গোলাপের বসতি আশ্চর্য নয়। কৌতূহলে ছটফট করি।

এই মোগলদের কথায় মনে আসে বাবরের নাম। তাঁর গোলাপপ্রীতির কোনো জবাব ছিলো না। শোনা যায় উটের পিঠভর্তি গোলাপ আসতো রাজপ্রসাদে। গোলাপদান থাকতো মসনদের পাশে। বাবরের শায়রি নিয়ে চর্চার শেষ নেই। একবার লিখেছিলেন - আজকের ভাষায় এই রকম -

রক্তগোলাপকুঁড়ি যেন আমার হৃদয়ে হেলে
পরতে পর্বে প্রজ্বলিত সে
তবু লক্ষ ফাগুন-শ্বাসে
ফুটবে কি ফুল জটিল পাপড়ি মেলে ?

নিজের চার কন্যার নাম বাবর দিয়েছিলেন গোলাপের নামে - গুলচিহ্‌রা, গুলরুখ, গুলবদন ও গুলরঙ। এই গোলাপী উপাসনা মোগলরাজের সর্বত্র প্রচলিত ছিলো পরবর্তী রাজত্বেও। কাজেই এদেরি হাতে গোলাপের বাংলায় ঠিকানা গাড়া খুব অসম্ভব হয়তো নয়।

পারস্যের 'গুল' বা গোলাপ এক প্রাচীন ফুল, রুমি বা হাফিজ থেকে শুরু ক'রে ইরানের কবিতায় গোলাপের জয়জয়কার। সুফি চেতনায় গোলাপ এক শান্ত, সান্দ্র সুবাসিত চেতনরূপক। সেই ইরানেরই কাছাকাছি তুরস্ক। তাদেরি এক কবির বই সম্প্রতি হাতে এলো। ফিরে এলো গোলাপ, তুর্কি কবিতার ইংরেজি অনুবাদে। কবির নাম সেহান ইরুস্‌চেলিক (Seyhan Erözçelik)। আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। প্রবীণ তুর্কি-আমেরিকান কবি মুরাত নেমাত-নেজাতের অত্যন্ত সক্ষম অনুবাদে ইরুস্‌চেলিকের এই কাব্যগ্রন্থ 'গোলাপরেখা ও কফির গুঁড়ো' (Rosestrikes and Coffee Grinds)। টালিসমান হাউস প্রকাশনী (Talisman House) থেকে সদ্য প্রকাশিত। মজার কথা বইয়ের মলাটে না রয়েছে গোলাপী রং না কফিচূর্ণের গাত্রবর্ণ। সাদা-কালো ছবির পাশে আকাশি নীল।

কেমন কবিতা এরুস্‌চেলিকের ? কয়েকটা নমুণা দেখা যাক -

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

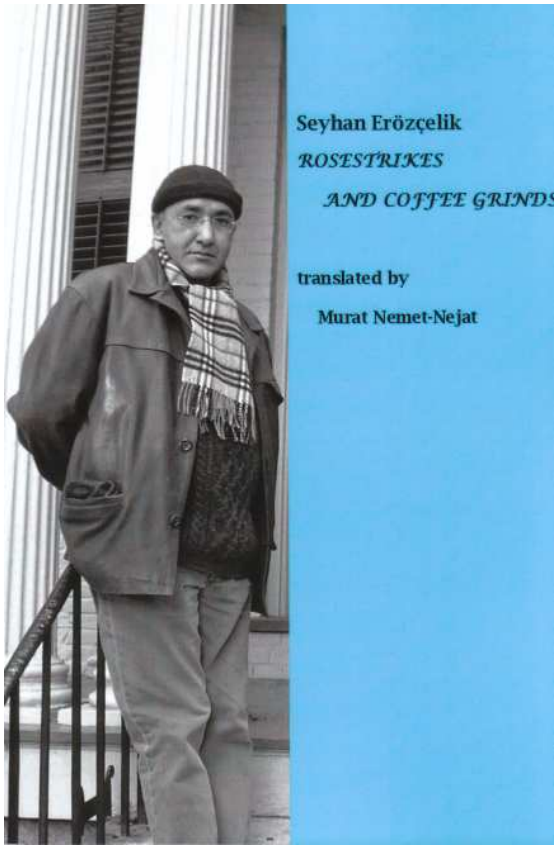

গোলাপরক্ত

সারারাত আমার চোখে একটা গোলাপ পড়ে
মাঝরাত আন্দাজ, একটা ছুঁচ, গোলাপের প'রে
আমার চোখে বেঁধে, এক সক্ষম তরলে
ভাসছে আমার চোখ যেন গোলাপরক্ত

গোলাপবিশ্বাস

গোলাপে আমি বিশ্বাস করিনা
আমিই গোলাপ।

ওকে বাঁদিকে বেঁকতে দিও না

ছেড়ে গেলে সে কাঁদে।

পেলেটের মধ্যে মধ্যে পাহাড়
ঝ'রে পড়ছে ওর পাপড়ির ওপর।

পর্বতমালা দেখতে দেখতে
আমার হৃদয় শেকলযুক্ত

গোলাপে বিশ্বাস করবোনা
ব'লেই কি আমি গোলাপ ?

চোরগোলাপ

শহর জ্বালাচ্ছে
গোলাপের মধ্যে যেটা আগুন
সেটা

ও ! তক্ষক !
তাহলে তুই !

কত আলাদা না ?
বাড়িতে ধ'রা আগুন
আর গোলাপে ধ'রা আগুন।

কিন্তু আমার হৃদয় যে পুড়ছে
এক বাড়ির ভেতর।

মিষ্টি চোরগোলাপ
আমার শরীর খারাপ করে।

আমার অদৃশ্য বরকে সাথে নিয়ে
আমায়
ধর্ষণ করো।

তোমার
অপরাধ বিছানায়।

লিটমাসগোলাপ

গোলাপ এক ইন্দ্রিয়াতুর কাগজ
চোখের নিচে, দেহভঙ্গির নিচে

গন্ধ নিওনা, ফুঁ দাও। ফুঁ দাও
গন্ধ নেওয়া ছাড়ো, হাওয়া দাও !

সেঁকা গোলাপপাপড়ি
শরীরের রন্ধ্রে ঘোরে
অধিচন্দ্রাহত

আমার শরীর সেদ্ধ
তবু তোমার কাছে আগুন।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

প্রেমের প্রতীক হয়েই গোলাপ আসে এখানে। নেরুদার গোলাপ, হাইন্সের গোলাপ, ওক্তাবিও পাস বা লোরকার গোলাপের চেয়ে খুব দারুণ ভিন্ন কিছু নয়। এঁদের সবার গোলাপের সৌরভই হৃতার সৌরভ - যে নেই, যে অ-ভাব, তার রূপকেই শরীরের সমস্ত রূপ-রক্ত-কাঠামো-অস্থি-পাপড়ি সঁপে দিয়েই সে গোলাপ। অপাপবিদ্ধ রক্তাপ্লুত ধর্ষিতা গোলাপ। রূপে-তোমায়-ভোলাবোনা গোলাপ। তবু একটার পর একটা কবিতা পড়তে পড়তে একটা তফাত লাগে। অনেকানেক কবিতা পড়ার এটাই লাভ - যে মাঝে মাঝে এসব তারতম্য ধরা যায়। যখন ভাজা হচ্ছে, তেলের গন্ধেই চিনে ফেলা যায় কোনটা চাঁদপুরের ইলিশ আর কোনটা রূপনারায়নের। তেমনি এই গোলাপ। সেহানের গোলাপ পুরো সুফি-গোলাপ। চুরমার সত্ত্বার গোলাপ। অ-ভাবের (ও অভাবের) গোলাপ যে তার ভঙ্গুরতার মধ্যে দিয়ে পূর্বাকার আর পশ্চাতাকারের সাথে মিলেছে। এক সেন্ট্রিফ্যুগাল আচরণে কেন্দ্র থেকে ছিটকে যাওয়া মানবসত্ত্বা প্রকৃতির সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। তাই 'গোলাপ' জোড় শব্দে হাজারো শব্দ ও ধারণার সাথে যুগ্ম হয়েছে। এমনিতেই তুর্কি ভাষা আসঞ্জিতার্থক (agglutinative) ফলে দশটা শব্দকে সঙ্কোচন ক'রে রেলের কামরার মতো জুড়ে একটা শব্দ করা যায়। এইভাবে ভাষা এসে ইরুস্‌চেলিকের গোলাপস্বভাবকে সহজেই গ'ড়ে দিয়েছে।

বইটা আমায় পাঠিয়েছিলেন তার অনুবাদক, বর্বীয়ান তুর্কি-মার্কিন কবি মুরাত নেমাত-নেজাত। দিন দশেক হয়েছে, বইয়ের মধ্যে ডুবে আছি। বাথরুমে ব'সে পড়ি, কখনো গাড়িতে, কখনো চোখের ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে - এমন সময়, সম্ভবত ৮ দিনের মাথায়, রাতে মুরাত ইমেল ক'রে জানালো - 'আর্যনীল, জানো? গতকাল রাতে সেহান মারা গেছে। ইস্তানবুলে। আচমকা।' শিরায় বিদ্যুৎ খেলে। ধাক্কা মারে। এমন কখনো কোনোদিন হয়নি যে একজন কবির বই পড়ছি - ঠিক তখনি কবি মারা গেলেন।

হারানো প্রেমের বন্দনাতেই যে গোলাপের সৌরভ ও বিন্যাসকে কাজে লাগানো হচ্ছে, অনুপস্থিতির রূপকিতাই যে আমাদের আজকের গোলাপের পোশাক সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে বইয়ের একেবারের শেষের দিকের একটা কবিতায় -

ল স কে

একে অন্যের গোলাপ
আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি নিজেদের
তোমারটা য দিও
আমার হৃ দয়ে

আর আমারটা নিজের হাতে

গোড়ালিতে কত কাঁটা যে ফুটে আছে

পাত্তা দিও না গোলাপকে
বরং পাতাসমেত ওকে পেতে দাও
দাও গোলাপকে তার গুল্‌
আর দেখো গুল-খিলে ওঠা গোলাপপাতারা
কেমন আলিঙ্গনে

১ উর্দুতে যেমন 'গুল' হলো গোলাপ, তেমনি তুর্কিতেও। শুধু তাই নয়, দু ভাষাতেই 'গুল' দ্ব্যর্থক - 'গোলাপ' ও 'হাসি'। এই কবিতায় ইরুস্‌চেলিকের ব্যবহারও দ্ব্যর্থক।

ইরুস্‌চেলিকের কবিতার বিষয় গোলাপ নয়। কিন্তু 'গোলাপ' তার নিজের আকারের চেয়ে বৃহত্তর এক কেন্দ্রীয় রূপক। ফলে একসময় সেহানের কবিতা নিয়ে আর ভাবনা স্থায়ী হয় না, গোলাপ তাকে গ্রাস করে। তার সুরভিতার আবহ মনের অলিতে গলিতে জানলায় পর্দায় ছায়ায় অন্ধকারের সবখানে ছড়িয়ে যায়। যেন গোলাপ ঠিক ফুল নয় - একটা দর্শন, একটা তত্ত্ব, কোনো সুর, কোনো ভাস্কর্য, সম্পদ, তোরঙ্গ, শাড়ি, বালিশের ওয়াড়, খাতার মলাট, ব্রা-র ছেঁড়া স্ট্র্যাপ। এসব ভাবতে ভাবতে নিজের লেখা একটা কবিতা মনে পড়ে যায়। সাম্প্রতিক লেখা। একটা কবিতা, যা ঝাক দেরিদা-র একটা সাক্ষাতকার দেখতে দেখতে লেখা।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

ঝাক দেরিদা কিন্তু যা বলছিলেন তার সাথে গোলাপের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। সাক্ষাতকারে নিজের রচনার আত্মবীক্ষার অতলে নেমে দেরিদা বলছিলেন কিভাবে 'বিগঠন'-এর (deconstruction) বিশ্বব্যাপী ভুল ব্যাখ্যা ও তীব্র অপপ্রচার এমন এক মিথ্যে তার্কিক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে যাঁর সাথে তাঁর নিজস্ব লেখাপড়ার প্রায় কোন সম্পর্কই নেই। আমাদের দেশ তো বটেই, পশ্চিম, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কথায় কথায় 'ডিকন্‌স্ট্রাকশন' শব্দটা ব্যবহার করা হয় - 'আবার প্রথম থেকে পড়ো' বা 'ভেঙে ফেলে দেখা যাক' অর্থে। অথচ এই 'ভাঙন' এর সাথে 'বিগঠন'-এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর নিজের লেখার উদাহরণ দিয়ে দেরিদা বলছিলেন এক গভীর আভ্যন্তরীন 'ভয়'-এর কথা, যা লেখার সময়কার আধোনিদ্রায় আসেনা ; এর ফলে এক অর্ধচেতন মানসিকতা লেখাকে দ্রুত এগিয়ে দেয়। অথচ লেখা যেই শেষ হয়ে যায়, দেরিদা শুতে যান, নিদ্রা সকল অর্থে টুটে যায়, অতীতের পান্ডিত্যের যে দার্শনিক বিরুদ্ধাচারণ তিনি একটু আগে লিখতে ব'সে ক'রেছেন, সেই ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে একটা 'ভয়' তাঁকে এসে গ্রাস করতে থাকে। ফলত দেখা যাচ্ছে, লেখার অবস্থাটাই আসলে একধরণের 'অবচেতন' অবস্থা, (না-লেখার সময়ের তুলনায়) যার মধ্যে থেকে লেখক নির্মাণ করছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, নন্দন ও শিল্পতত্ত্ব। সৃষ্টির এই স্বয়ংক্রিয় আত্মবিরোধ বা ফ্যালাসির মধ্যেই ধরা রয়েছে দেরিদার 'বিগঠন'। গোলাপ সম্বন্ধে অবশ্য দেরিদা কিছু বলেননি। কিন্তু তার পাপড়ি-বিন্যাসের ওই আভ্যন্তরীন জটিলতার কথা ভাবতে ভাবতে আমি নিজের গোলাপিতার দায় দিলাম দেরিদার ওপর চাপিয়ে। আর সেখান থেকে এলো এই কবিতা -

দেরিদার গোলাপ

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

আমি যখনই গোলাপ সম্বন্ধে কিছু লিখি
মনে হয় অচেনা একটা এলাকা খুলে মেলে দিয়ে
যোনির পশ্চাতে নতুন কোন জন্ম খুঁজছি
আয়নার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে
তার পশ্চাতের রূপোরঙটা দেখা
গোলাপের কাছে এক ধরণের ব্যবহার আশা করা
যাকে ভ্রমরের পদানুসরণ ক'রে কৌশল শিখে
হয়তো মনে হতে পারে
আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গোলাপের এক প্রতিরোধ
আর এই প্রতিরোধ আসে পরম স্বাভাবিকতায়
গোলাপের পাপড়ি আরো একটু মোচড় মেরে ফুলে ওঠে
মনে করিয়ে দেয় বিখ্যাত চিন্তাবিদদের
কি প্রবল চাপে রেখেছিলো গোলকধাঁধাঁ

আমি কিন্তু খুব একটা তার্কিক নই
এমনকি তেমন দার্শনিকও নই
যে ফুল তার আচরণের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম কিনা
সে নিয়ে প্রশ্ন তুলবো
ছোট্ট রাজকন্যার মনের অবস্থার কথা হোক
যখন রাজসাজ তাকে গিলে ফেলছে
আয়না দিয়ে যেমন দেখে সে আর তার রূপরক্ষিকারা
দেখে সে যেন সুন্দরের ভারসাম্য টলিয়ে দিয়েছে
তার ধারনার মধ্যে ফাঁদ পেতে ধরেছে উদ্বেগকে
একসময় কিভাবে যেন প্রতিক্রিয়ায় ট'কে যাচ্ছে ঐ মুদ্রা
আশংকার জন্ম হচ্ছে

আমি যখন গোলাপ লিখি তখন কিন্তু এমন হয় না
যখন লিখি গোলাপ এক প্রয়োজনীয়তার স্থাপত্য
সুগন্ধের চেয়েও জোরালো এক নান্দনিকের
যে চায় আমি যেন যা লিখতে চাই অবিকল তাই লিখি
ভাবনার স্থাপত্য নিয়ে যেন লিখি

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

স্থাপত্য আসলে এক অনড়তার চূড়ান্ত অবস্থা

আর ঠিক তখনি
দ্রুত হাওয়া বয়ে যায় গোলাপঝাড়ের ভেতর কিন্তু
কোনো ভয়ই আমার লেখা থামাতে পারেনা

আধো-নিদ্রা সম্বন্ধে আমার যা বলার আমি বলবো
বলবো আধো-জাগরণেই
গোলাপের কোঁকড়ানো পর্দার নীচে যে সমস্ত কীট লুকিয়ে
শুধুমাত্র কিছু নিয়মানুশাসনে যে সমস্ত নিয়ম
কোনো যাদুদন্ড বাতাসের গায়ে লিখে গিয়েছিলো
অসময়ে একদিন
সুগন্ধী হাওয়ায়
যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মুহূর্ত না আসে আধো-ঘুমে আমি কি লিখছি
তার ভয় আমাকে সরাসরি গ্রাস করে মনে হয়
যেন কোনো উৎকন্ঠাই আমাকে এই লিপির অনুশাসন ভাঙতে পাঠিয়েছে
মেঘ জমছে অবচেতনের ওপর
গোলাপঝাড়ে হাওয়ার পাশা আমি ধরতে পারছি
ফ্রয়েড বলেছেন ভয়াবহ বাল্যস্মৃতির কথা
যেখানে লোকে নিজেদের নগ্ন দেখে আর আতঙ্কিত হয়ে ভাবে
সবাই হয়তো দেখছে যেমন ঐ গোলাপঝাড়
অথচ থকথকে বাস্তবতার একটা ফোঁটাও পুংকেশরের কোমলে
নেই লেগে

কাজেই আমি এখনো বলবো, আধো-ঘুম এক আবছায়া
হয়তো অপরাধীর পাপড়ির কোনায় পোকার খোকাদের
দানাদানা কালো জনসংখ্যায় ভীতিপ্রদ
কিন্তু আমি পাপড়ি বললাম কেন ?
পাঁচকোনা পেটুনিয়া বিষয়ে তো এইসব কথা নয়
এতো গোলাপের কথা তার ফেনিল ঘাগরার
তার পাপড়ি কতটুকু ?

জেগে উঠলেই কিন্তু সব শেষ হয়ে যায়
আমি এখন জাগ্রত, সচেতন অথচ এমন গোঁয়ারের মত
লিখে চলেছি যেন আধো-নিদ্রার চেয়ে অনেক বেশি অচেতন
ঝঞ্ঝা খতম কাঠামো ভেঙে পড়েছে
মেঘ যে পাহারা এনেছিলো হাওয়া যাকে বয়েছিলো
সে আর এই মুহূর্তে সত্য নয়
সেই পাহারা আসলে ঘুমিয়ে পড়েছে
যেমন নিজের অবর্তমানে গোলাপ

গোলাপের রূপ ও সৌরভ - যা সেহান ইরুস্‌চেলিক বেশ শব্দ জুড়ে জুড়ে বুনে তুলছিলেন, সেই দুয়েরই বোধহয় চূড়ান্ত সব্বনাশ করলাম এই জটিল কবিতায়। তবু, নতুন ব্যবহার গোলাপ কি চাইবেনা ?

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com